মন কি বাত

চতুর্থ খণ্ড

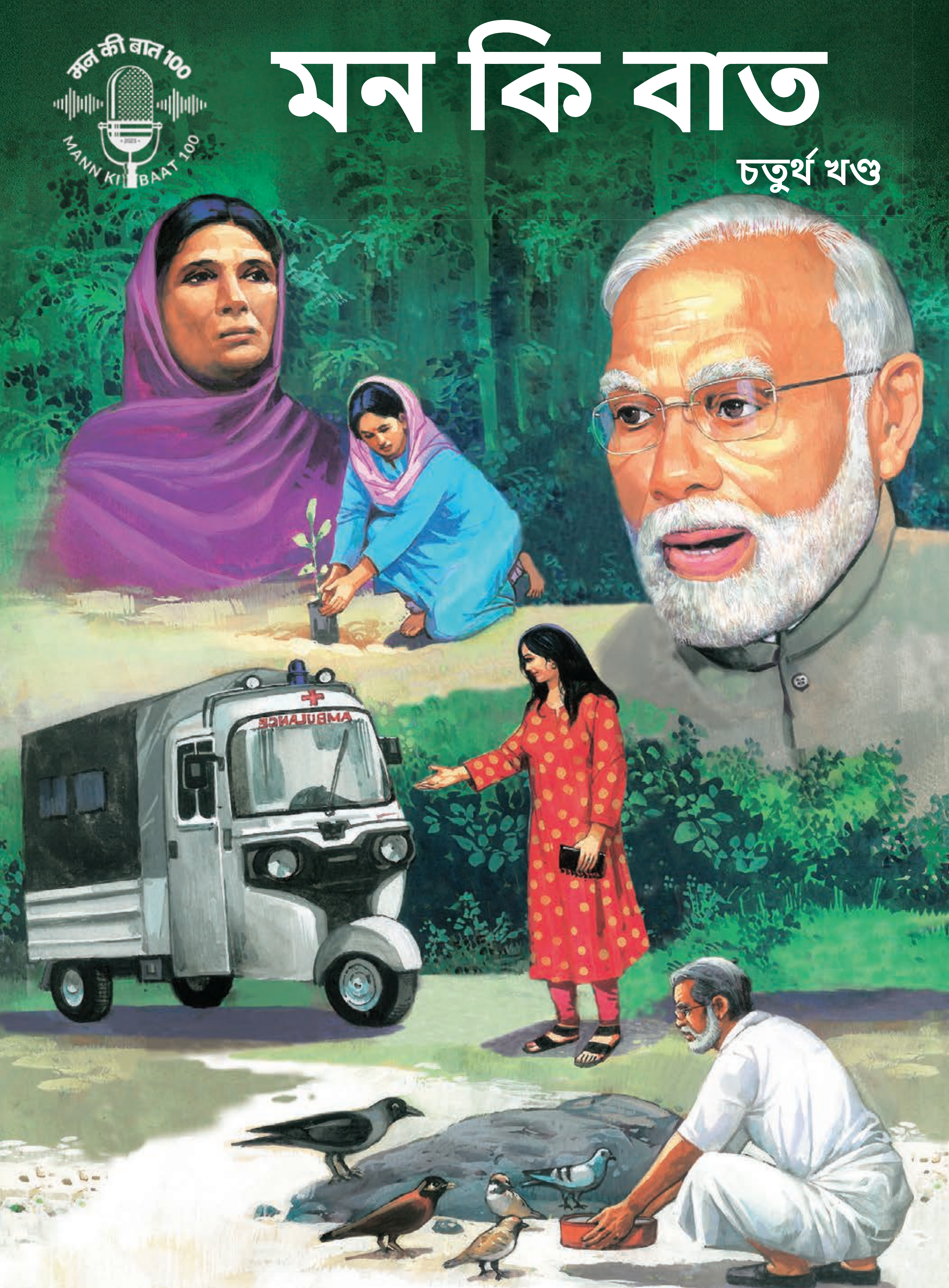

MANN KI BAAT
VOL.4

Script Writers
Sarda Mohan and Shashi Mukherjee

Illustrations and Cover Art
Dilip Kadam

Assistant Artist
Ravindra Mokate

Layout Artist
Tarangini Mukherjee

Edited and Produced by
Amar Chitra Katha

Published by
Amar Chitra Katha Pvt. Ltd

BENGALI

ISBN – 978-81-19596-09-6

Amar Chitra Katha Pvt. Ltd, July 2023

© Ministry of Culture, Govt of India, July 2023
All rights reserved. This book is sold subject to the condition that the publication may not be reproduced, stored in a retrieval system (including but not limited to computers, disks, external drives, electronic or digital devices, e-readers, websites), or transmitted in any form or by any means (including but not limited to cyclostyling, photocopying, docutech or other reprographic reproductions, mechanical, recording, electronic, digital versions) without the prior written permission of the publisher, nor be otherwise circulated in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.

You can now get ACK stories as part of your classroom with ACK Learn, a unique learning platform that brings these stories to your school with a range of workshops. Find out more at www.acklearn.com or write to us at acklearn@ack-media.com.

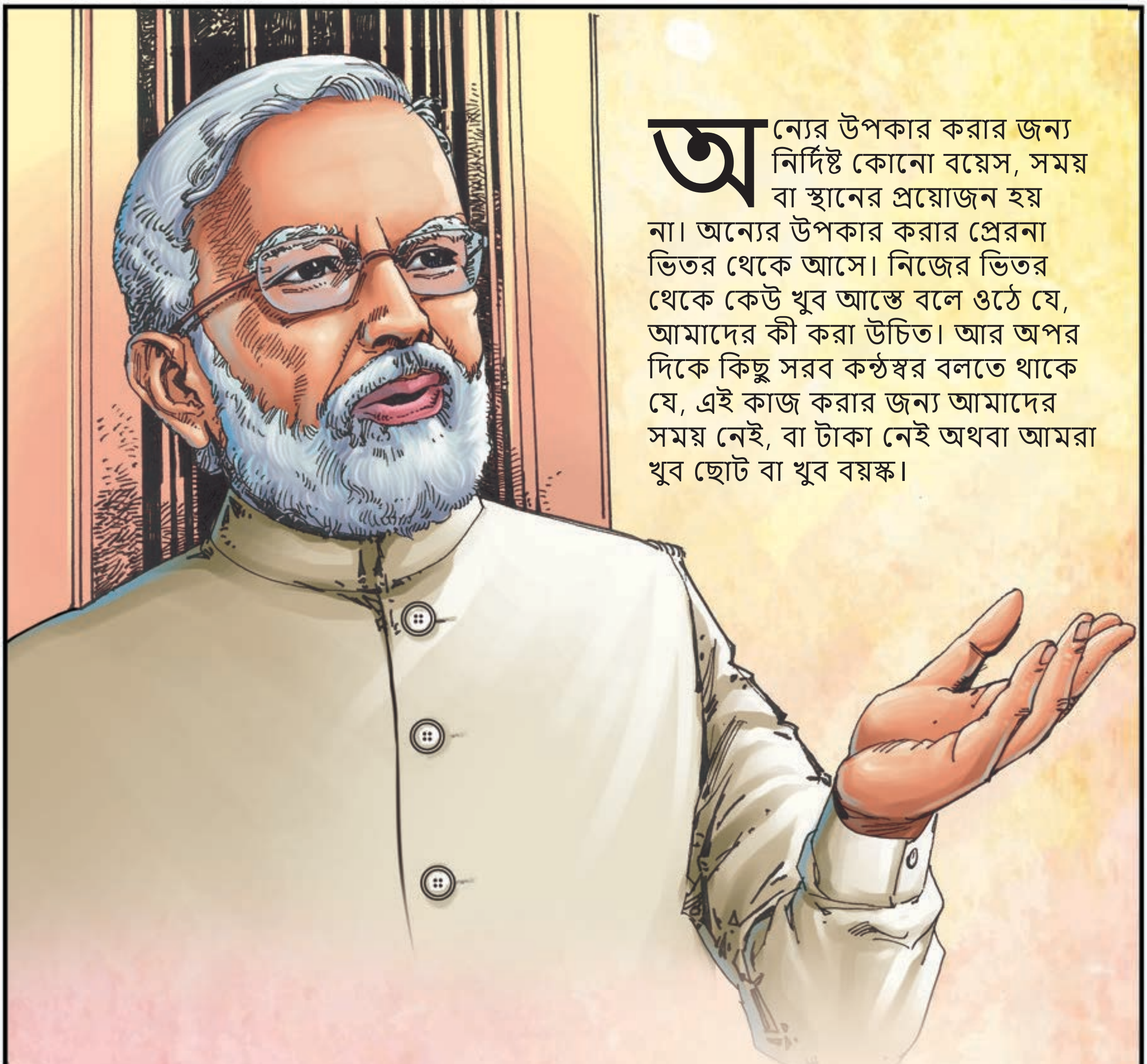

অন্যের উপকার করার জন্য নির্দিষ্ট কোনো বয়েস, সময় বা স্থানের প্রয়োজন হয় না। অন্যের উপকার করার প্রেরনা ভিতর থেকে আসে। নিজের ভিতর থেকে কেউ খুব আস্তে বলে ওঠে যে, আমাদের কী করা উচিত। আর অপর দিকে কিছু সরব কন্ঠস্বর বলতে থাকে যে, এই কাজ করার জন্য আমাদের সময় নেই, বা টাকা নেই অথবা আমরা খুব ছোট বা খুব বয়স্ক।

এই কমিকসে আমরা এমন কিছু মানুষের কথা বলব যারা নিজের অন্তরের ছোট্ট আওয়াজ শুনে অনেক বড় কাজ করেছেন।

চম্পা দেবী,একটি স্কুলেরএকজন মধ্যাহ্নভোজন কর্মী,যে তাঁর সমগ্র গ্রামকে জৈবসার তৈরি করে দূষণ মুক্ত পরিবেশ বানাতে শিখিয়ে ছিলেন।

রামবীর তানওয়ার,হ্রদ পুনরুদ্ধার এবং পরিষ্কার রাখার জন্য যিনি একটি লাভজনক কাজ ছেড়ে দিয়েছিলে্ন।

রাধিকা শাস্ত্রী, একজন ক্যাফের মালিক। সাধারন অ্যাম্বুলেন্স ঢোকার পক্ষে রাস্তা খুব ছোট এবং সরু হওয়ার জন্য তিনি মানুষ এবং পশুদের জন্য অটো অ্যাম্বুলেন্স চালু করেছিলেন।

এমন আরো অনেক মানুষ আছেন, যারা কঠিন রাস্তা বেছে নিয়েছেন শুধু মাত্র আর বাকি সব মানুষ, পশু এবং পরিবেশের জন্য যাতে ভালো কিছু করে যেতে পারেন।

সূচীপত্র

1	চম্পা দেবী	3
2	রামবীর তানওয়ার	6
3	ওমপ্রকাশ সিং	9
4	রাধিকা শাস্ত্রী	11
5	চিন্তালা ভেঙ্কটা রেড্ডি	13
6	সন্দীপ কুমার বাডস্রা	16
7	সুরেশ এবং মৈথিলী	18
8	দীপমালা পাণ্ডে	21
9	শ্রীমান নারায়ণন	24
10	ডঃ কুরেল্লা বিট্টলাচার্য	27
11	রাহুল মহারাণা	30

চম্পা দেবী

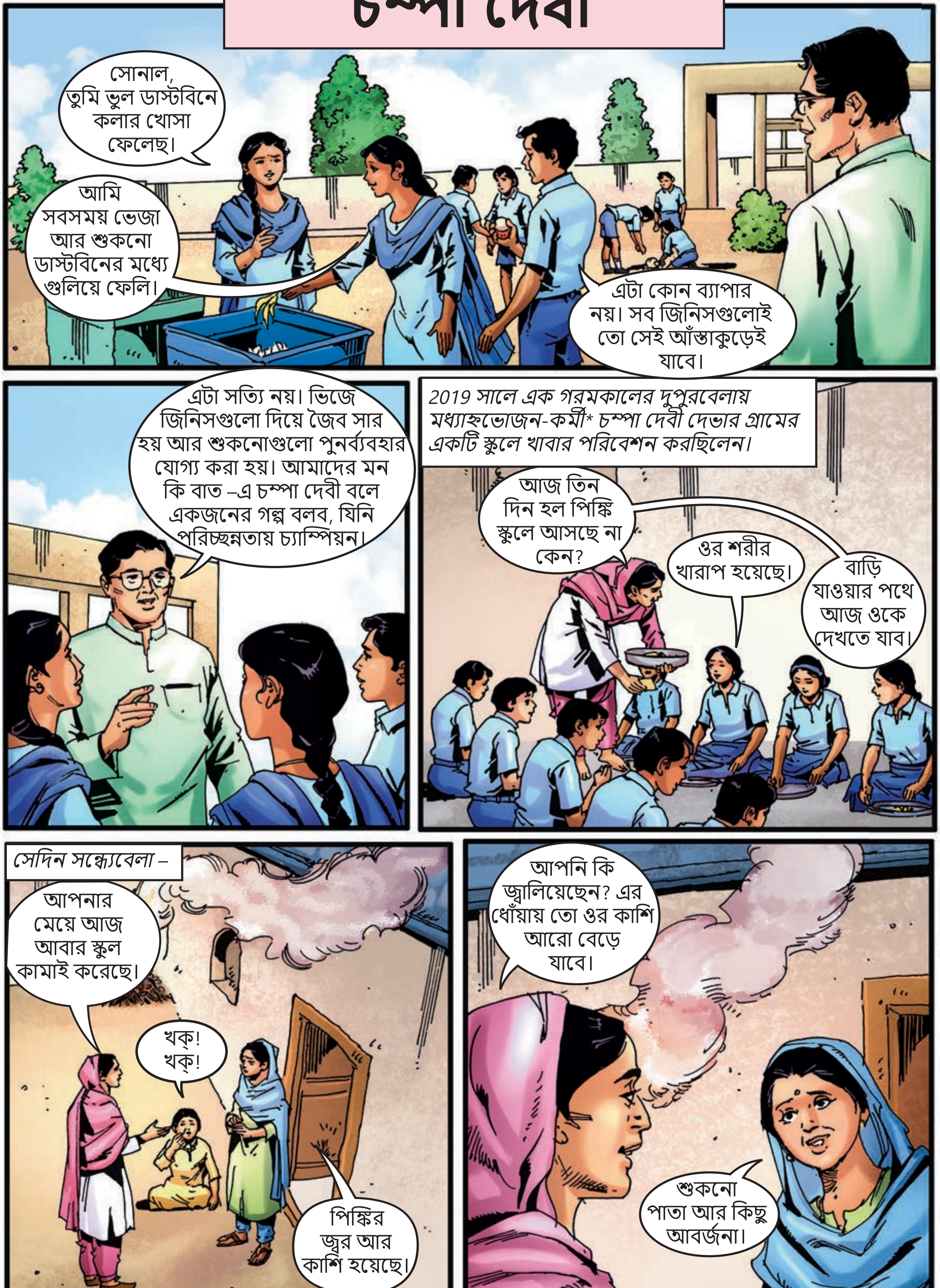

*সরকারী স্কুলের খাবার কর্মসুচীর কর্মীরা, যারা বাচ্চাদের জন্য রান্না করেন।

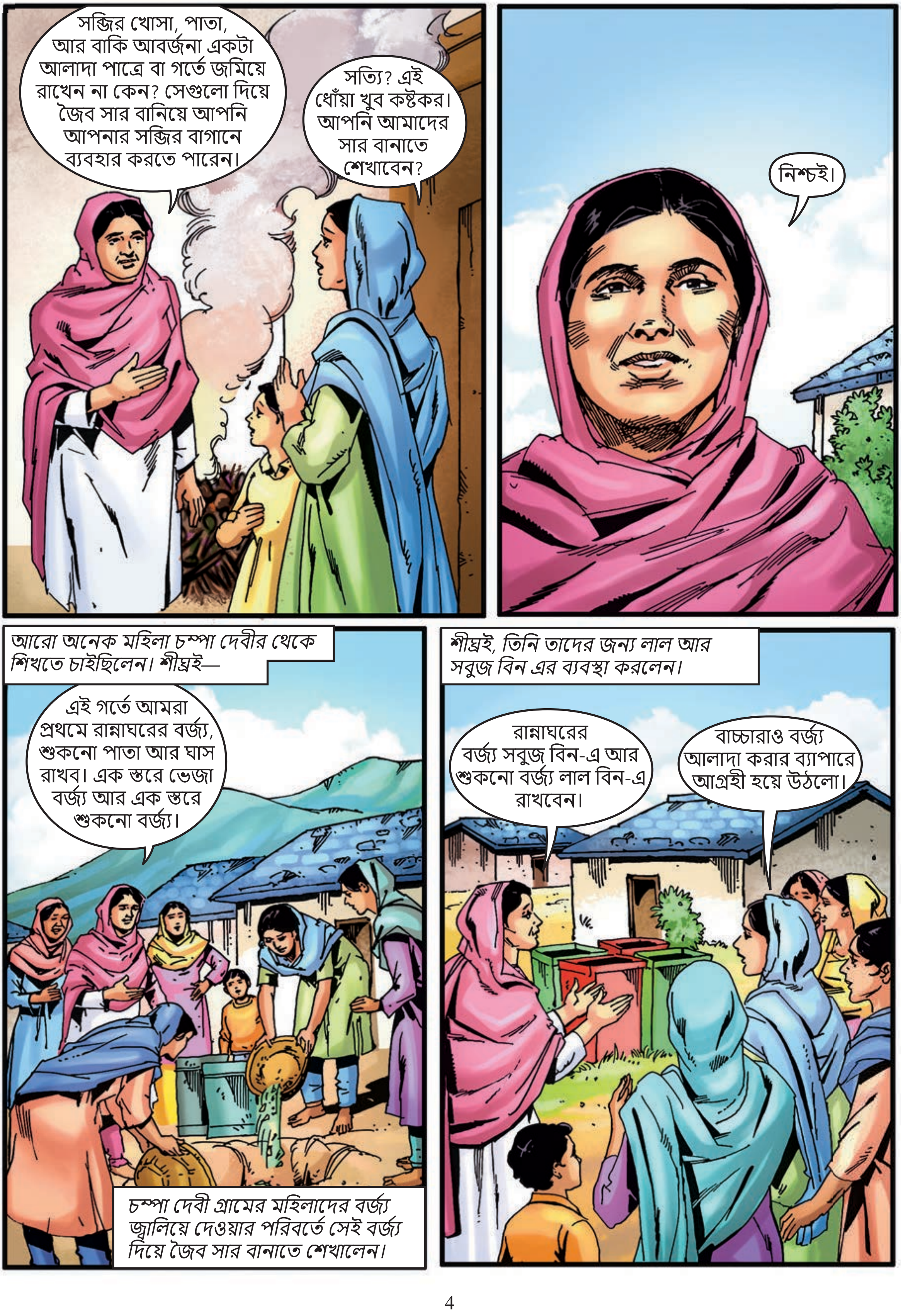

সব্জির খোসা, পাতা, আর বাকি আবর্জনা একটা আলাদা পাত্রে বা গর্তে জমিয়ে রাখেন না কেন? সেগুলো দিয়ে জৈব সার বানিয়ে আপনি আপনার সব্জির বাগানে ব্যবহার করতে পারেন।
সত্যি? এই ধোঁয়া খুব কষ্টকর। আপনি আমাদের সার বানাতে শেখাবেন?
নিশ্চই।
আরো অনেক মহিলা চম্পা দেবীর থেকে শিখতে চাইছিলেন। শীঘ্রই—
এই গর্তে আমরা প্রথমে রান্নাঘরের বর্জ্য, শুকনো পাতা আর ঘাস রাখব। এক স্তরে ভেজা বর্জ্য আর এক স্তরে শুকনো বর্জ্য।
চম্পা দেবী গ্রামের মহিলাদের বর্জ্য জ্বালিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে সেই বর্জ্য দিয়ে জৈব সার বানাতে শেখালেন।
শীঘ্রই, তিনি তাদের জন্য লাল আর সবুজ বিন এর ব্যবস্থা করলেন।
রান্নাঘরের বর্জ্য সবুজ বিন-এ আর শুকনো বর্জ্য লাল বিন-এ রাখবেন।
বাচ্চারাও বর্জ্য আলাদা করার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠলো।

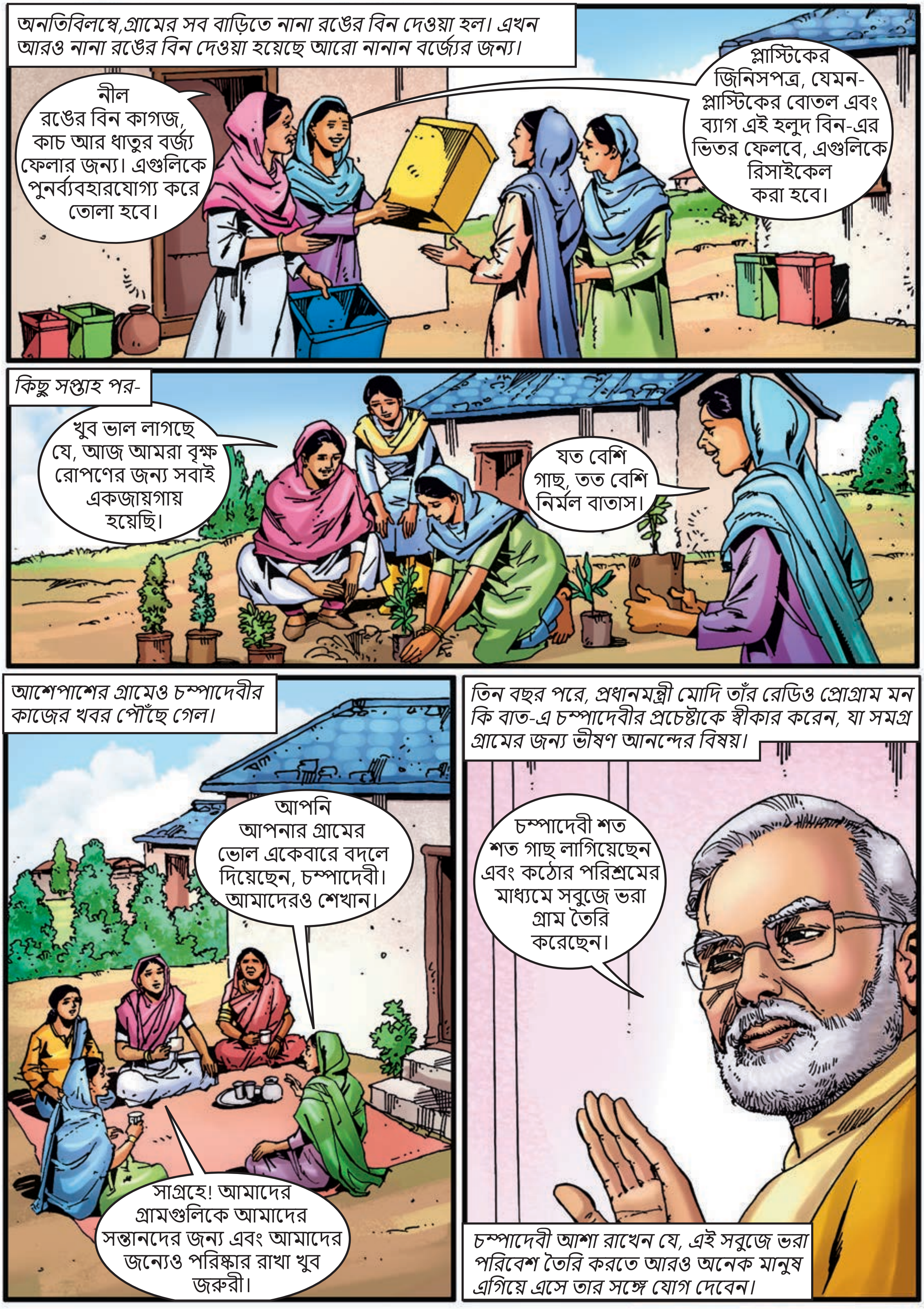
অনতিবিলম্বে,গ্রামের সব বাড়িতে নানা রঙের বিন দেওয়া হল। এখন আরও নানা রঙের বিন দেওয়া হয়েছে আরো নানান বর্জ্যের জন্য।
নীল রঙের বিন কাগজ, কাচ আর ধাতুর বর্জ্য ফেলার জন্য। এগুলিকে পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে তোলা হবে।
প্লাস্টিকের জিনিসপত্র, যেমন- প্লাস্টিকের বোতল এবং ব্যাগ এই হলুদ বিন-এর ভিতর ফেলবে, এগুলিকে রিসাইকেল করা হবে।
কিছু সপ্তাহ পর-
খুব ভাল লাগছে যে, আজ আমরা বৃক্ষ রোপণের জন্য সবাই একজায়গায় হয়েছি।
যত বেশি গাছ, তত বেশি নির্মল বাতাস।
আশেপাশের গ্রামেও চম্পাদেবীর কাজের খবর পৌঁছে গেল।
আপনি আপনার গ্রামের ভোল একেবারে বদলে দিয়েছেন, চম্পাদেবী। আমাদেরও শেখান।
সাগ্রহে! আমাদের গ্রামগুলিকে আমাদের সন্তানদের জন্য এবং আমাদের জন্যেও পরিষ্কার রাখা খুব জরুরী।
তিন বছর পরে, প্রধানমন্ত্রী মোদি তাঁর রেডিও প্রোগ্রাম মন কি বাত-এ চম্পাদেবীর প্রচেষ্টাকে স্বীকার করেন, যা সমগ্র গ্রামের জন্য ভীষণ আনন্দের বিষয়।
চম্পাদেবী শত শত গাছ লাগিয়েছেন এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে সবুজে ভরা গ্রাম তৈরি করেছেন।
চম্পাদেবী আশা রাখেন যে, এই সবুজে ভরা পরিবেশ তৈরি করতে আরও অনেক মানুষ এগিয়ে এসে তার সঙ্গে যোগ দেবেন।

রামবীর তানওয়ার

পরিযায়ী পাখি দেখানোর জন্য নায়ার স্যার তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের একটি হ্রদের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু-
ঈশ্! হ্রদটার কী অবস্থা দেখো একবার!
এতে তো জল প্রায় নেই বললেই চলে, স্যার।
আর কি প্রচণ্ড পচা জিনিসের বাজে গন্ধ চারদিকে।

তার_থেকে আমরা বরং কোনো_পার্কে যাই চলো।_একটা গল্প বলব, আশা করি সেটি তোমাদের অনুপ্রাণিত করবে।_

গল্পটি কি কোনো নোংরা হ্রদ সম্পর্কে, স্যার?
এটি ৪০ টা নোংরা ও পরিচর্যাহীন হ্রদের গল্প, কিন্তু এখন সেগুলিকে যত্ন করে ঠিক করা হয়েছে।

স্কুলের পর দুপুরের খাবার শেষ করার জন্য রামবীর তানওয়ারের সব সময় তাড়াহুড়ো থাকতো।
রামবীর, আস্তে আস্তে খাও, নয়তো গলায় খাবার আটকে যাবে!
হ্যাঁ, মা।

ছেলে এমন ভাবে দৌড়াচ্ছে যেন প্যান্টে আগুন লেগেছে।
ও আগুনের জন্য নয়, জলের জন্য দৌড়াচ্ছে।
একথা সত্যি যে, রামবীর বাড়ির কাছে একটি হ্রদের ধারে রোজ গরু চরাতে নিয়ে যেত।
এটা দিনের সব থেকে সুন্দর সময়। এই সময় গরুরা সব থেকে ভাল ঘাসটা পায় আর আমি পাই সুন্দর দৃশ্য।
রামবীর ঘণ্টার পর ঘণ্টা জলের উপর বাতাসের বয়ে যাওয়া স্রোত দেখে কাটিয়ে দিতে পারত।
এইভাবে অনেক বছর কেটে গেল এবং রামবীর মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে শহরে চলে গেলেন। কিন্তু যখনই তিনি বাড়ি ফিরতেন-
এরা একটার পর একটা হ্রদ বুজিয়ে বাড়ি তৈরি করছে। আশেপাশে গাছপালাও আর নেই বললেই চলে।
হ্যাঁ, ওঁরা বলে যে, আমাদের গ্রাম নাকি উন্নত হচ্ছে।
এই বিষয়ে সে তার বন্ধু ও সহপাঠীদের সাথে কথা বলল।
তথাকথিত এই উন্নতি দাধাকে একদম পাল্টে দিয়েছে। গ্রেটার নয়ডা একটি ভিড় সর্বস্ব শহুরে জায়গায় পরিনত হয়েছে।
আমাদের সবাইকে একজোট হয়ে এই ব্যাপারে কিছু একটা করতে হবে।
সৌভাগ্যবশত তাদের কলেজ থেকেই পরিবেশ নিয়ে কাজ করার জন্য একটা সুযোগ এসে উপস্থিত হল।
এটা একটা সুযোগ। আমরা একটা দল গঠন করব এবং আমাদের জলাশয়গুলিকে রক্ষা করার জন্য এই দলকে শিক্ষিত করব।
আমাকে নিও এই দলে।
আমাকেও!

রামবীর 'জল চৌপল'* নামে একটি দল তৈরি করলেন এবং গ্রামবাসীদের সাথে সাধারন কথাবার্তা বলতে শুরু করলেন।
বাবা, আমাদের হ্রদ এবং জলাশয়গুলিকে আমাদেরই রক্ষা করতে হবে, নয়তো সব নির্মাণ কর্তাদের হাতে চলে যাবে।
ঠিকই বলেছ, আমাদের কি করতে হবে বলো।
এরপর রামবীর একটি বিশাল বড় কম্পানিতে চাকরী পেলেও দুই বছরের মধ্যে সেই চাকরী ছেড়ে দেন।
আমার জন্য আরো বড় কাজ অপেক্ষা করছে। সমস্যা হল, শহুরে নিস্কাশন ব্যবস্থা সব হ্রদ এবং জলাশয়ের সাথে যুক্ত হওয়ার ফলে সব আবর্জনা সেই জলে গিয়ে মিশছে।
2018 সালে, রামবীর 'সে আর্থ' নামে একটি এনজিও প্রতিষ্ঠা করেন, যেটি জলাশয় পুনরুদ্ধার এবং শহুরে বন তৈরি করতে কাজ করে।
হ্রদের আবর্জনা স্তর তৈরি করে। এই স্তরগুলি একে একে তুলে ফেলতে হবে, জলের প্রাকৃতিক ক্ষরণ পুনরুদ্ধার করতে হবে এবং চারপাশে গাছপালা লাগাতে হবে।
NG
ছয় বছরে, রামবীরের এনজিও 40টি হ্রদকে পুনরুজ্জীবিত করেছে এবং ছয়টি রাজ্যে শহুরে বন তৈরি করেছে।
যখন দেখি মানুষজন হ্রদের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, জলচরা পাখিরা হ্রদে খেলছে, আমার ভীষণ ভাল লাগে।
লোকেরা রামবীরকে 'ভারতের পন্ডম্যান' বলে ডাকে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর প্রচেষ্টার স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং তাঁর প্রশংসা করেছেন।

*জল সম্প্রদায়

ওম প্রকাশ সিং

*গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত স্থানে সরকারি সেবা প্রদানের জন্য উপস্থিত থেকে সুবিধা দেওয়া

*হিন্দি ভাষায় কাকু

^গ্রামীণ মা ও শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র

রাধিকা শাস্ত্রী

সমস্ত বাচ্চারা স্কুলের সামনে জড়ো হয়ে দেখছিল যে, দশম শ্রেনীর একটি ছেলেকে অ্যাম্বুলান্সে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।
বেচারা রাউল! মনে হয় ক্রিকেট খেলার সময় বাজে ভাবে ওর পা মূচড়ে গেছে।
ওরা বলছে যে, হয়ত পাটা ভেঙ্গে যেতেও পারে। যাইহোক, অ্যাম্বুলান্স ওকে দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছে দেবে।
হ্যাঁ, ও পাঁচ মিনিটেই পৌঁছে যাবে। কিন্তু অ্যাম্বুলান্স যদি সময়মতো রোগীর কাছে পৌঁছাতে না পারে? কুনুরে রাধিকা শাস্ত্রীর তেমনই অভিজ্ঞতা হয়েছিল।
গত 30 বছর ধরে রাধিকা শাস্ত্রী বেঙ্গালুরুতে কাজ করতেন। এখন তিনি কুনুরে একটি ক্যাফে খুললেন।
লোকজন আমাকে বলেছে যে, নিরামিষ ক্যাফে চলবে না। কিন্তু আমি জানি যে এটা চলবে।
ক্যাফে ডিয়েম বিখ্যাত হওয়ার পর, অন্যান্য সমস্যার দিকে রাধিকার নজর পড়ল।
ওই অ্যাম্বুলান্সের পক্ষে তো সরু রাস্তায় যাওয়া সম্ভব নয়।রুগীকে এই পথ দিয়ে নামিয়ে আনতে হবে।

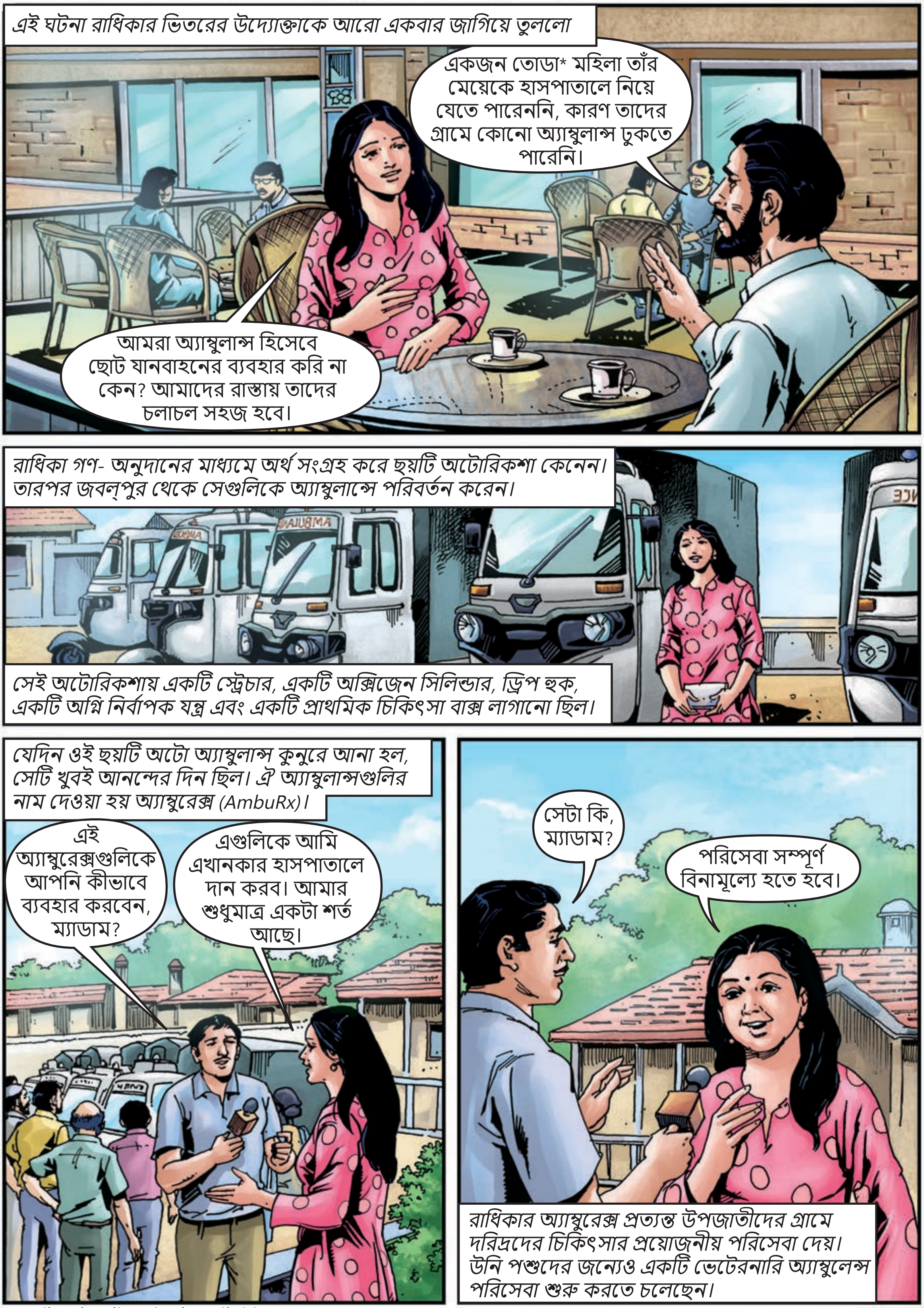

*A tribe that lives in the Nilgiris

চিন্তালা ভেঙ্কটা রেড্ডি

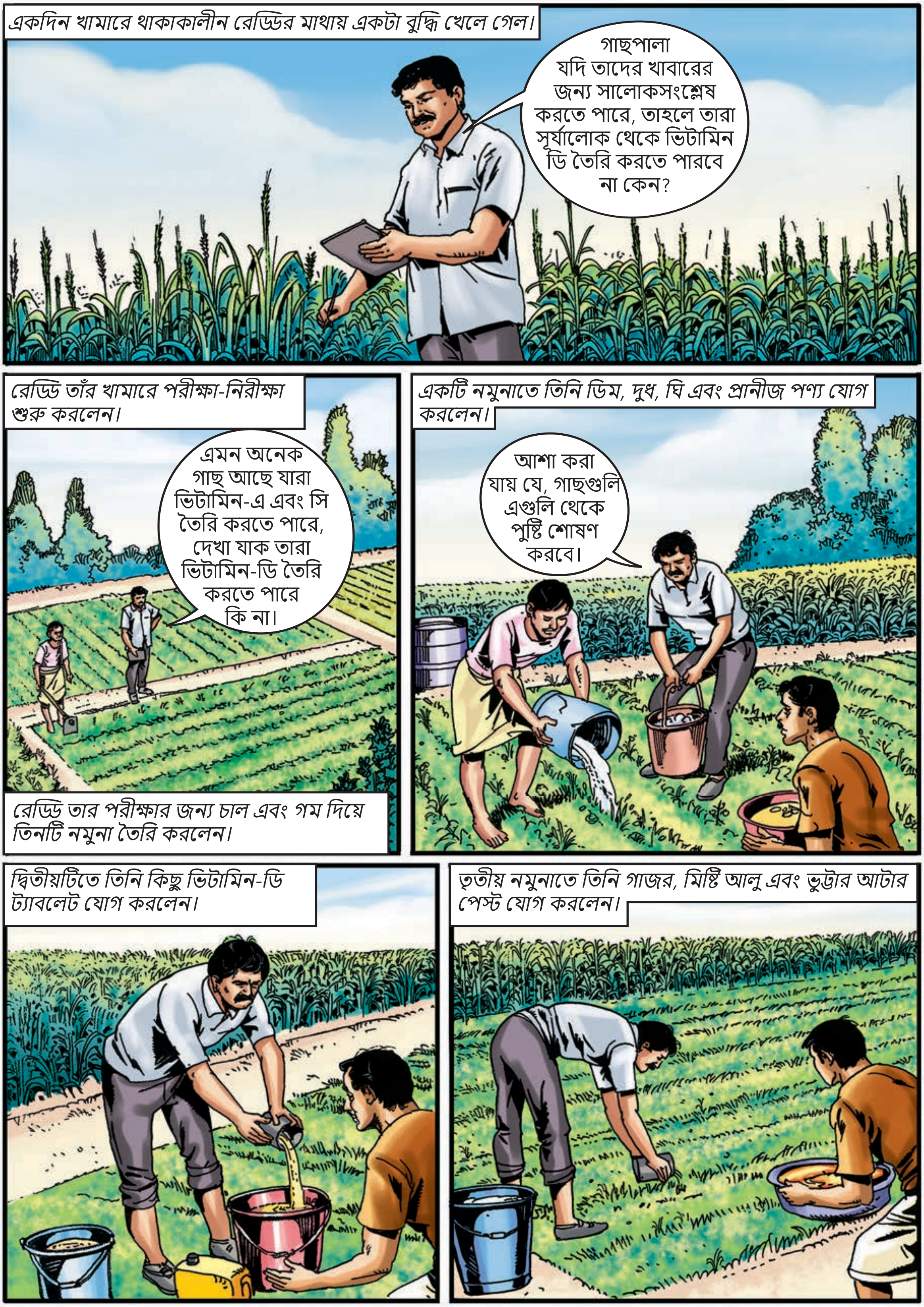
একদিন খামারে থাকাকালীন রেড্ডির মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল।
গাছপালা যদি তাদের খাবারের জন্য সালোকসংশ্লেষ করতে পারে, তাহলে তারা সূর্যালোক থেকে ভিটামিন ডি তৈরি করতে পারবে না কেন?
রেড্ডি তাঁর খামারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলেন।
এমন অনেক গাছ আছে যারা ভিটামিন-এ এবং সি তৈরি করতে পারে, দেখা যাক তারা ভিটামিন-ডি তৈরি করতে পারে কি না।
রেড্ডি তার পরীক্ষার জন্য চাল এবং গম দিয়ে তিনটি নমুনা তৈরি করলেন।
একটি নমুনাতে তিনি ডিম, দুধ, ঘি এবং প্রানীজ পণ্য যোগ করলেন।
আশা করা যায় যে, গাছগুলি এগুলি থেকে পুষ্টি শোষণ করবে।
দ্বিতীয়টিতে তিনি কিছু ভিটামিন-ডি ট্যাবলেট যোগ করলেন।
তৃতীয় নমুনাতে তিনি গাজর, মিষ্টি আলু এবং ভুট্টার আটার পেস্ট যোগ করলেন।

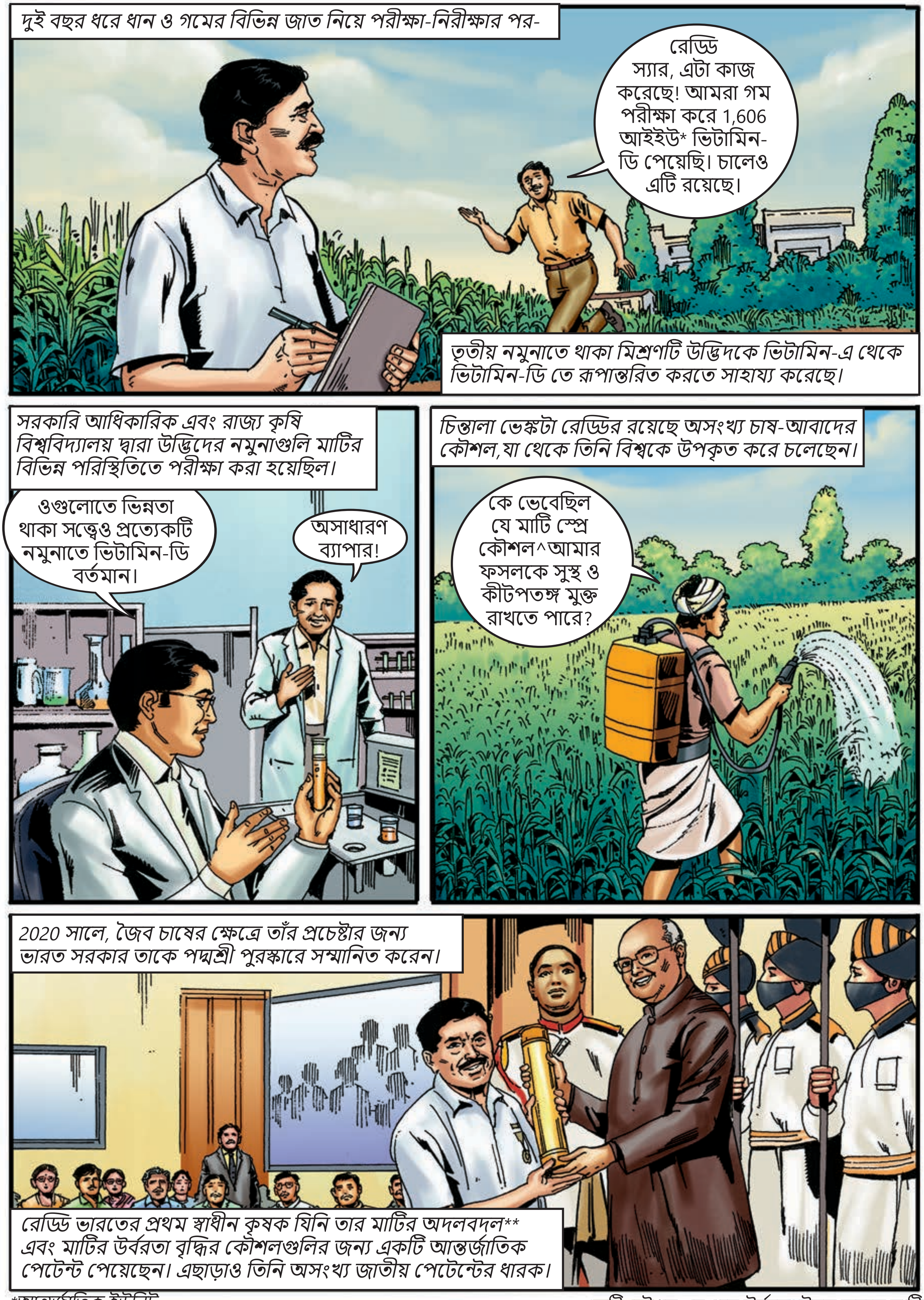

*আন্তর্জাতিক ইউনিট

^সিভিআর(চিন্তালা ভেঙ্কটা রেড্ডি) মাটির কৌশল নামে পরচিত।

**একটি কৌশল, যেখানে উর্বরতা উন্নত করতে মাটির উপরের স্তর প্রতিস্থাপন করা হয়।

সন্দীপ কুমার বাডস্রা

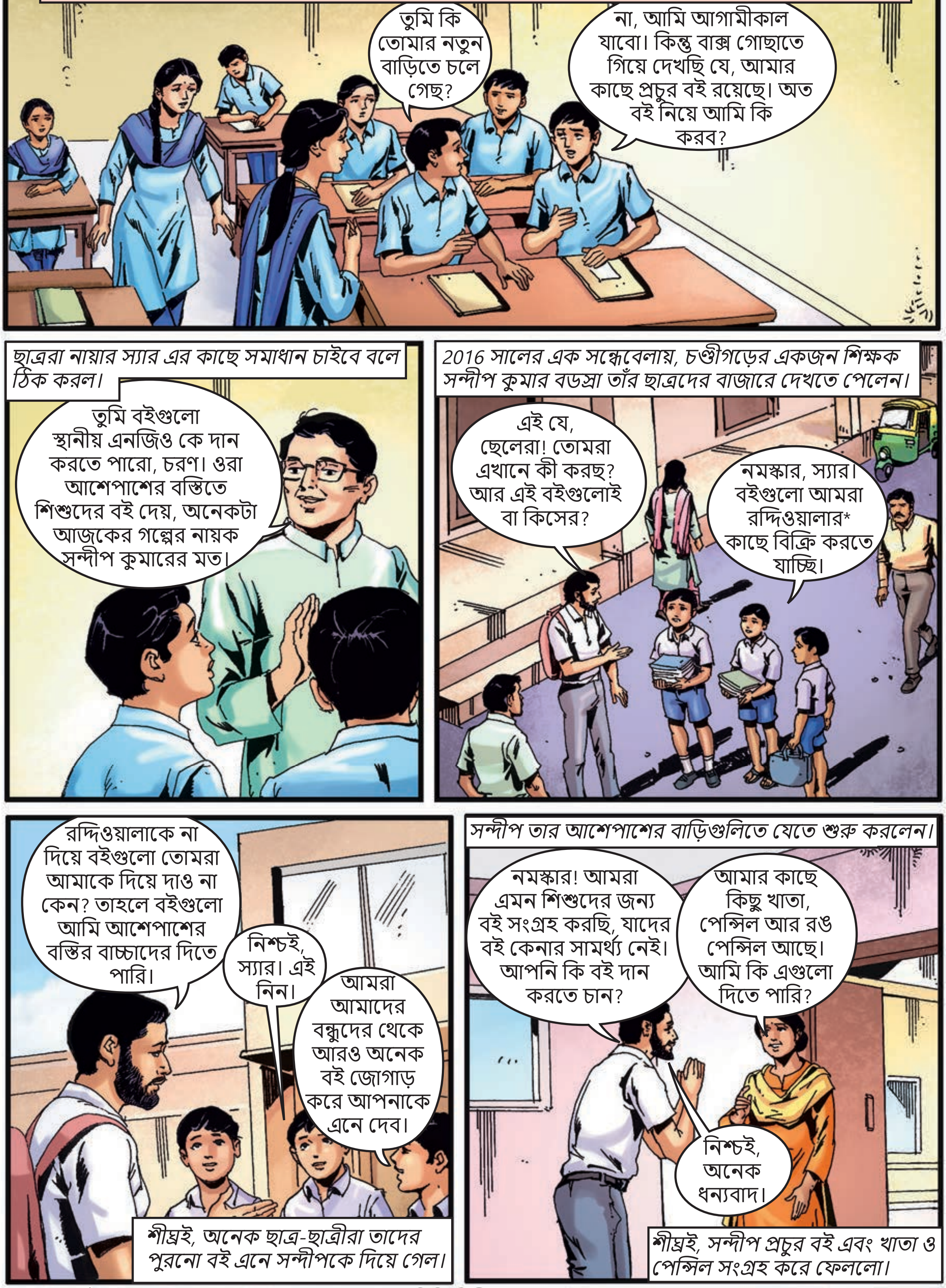

*পুরনো বই-খাতা এবং খবরের কাগজ সংগ্রহ করে যিনি বিক্রি করেন।

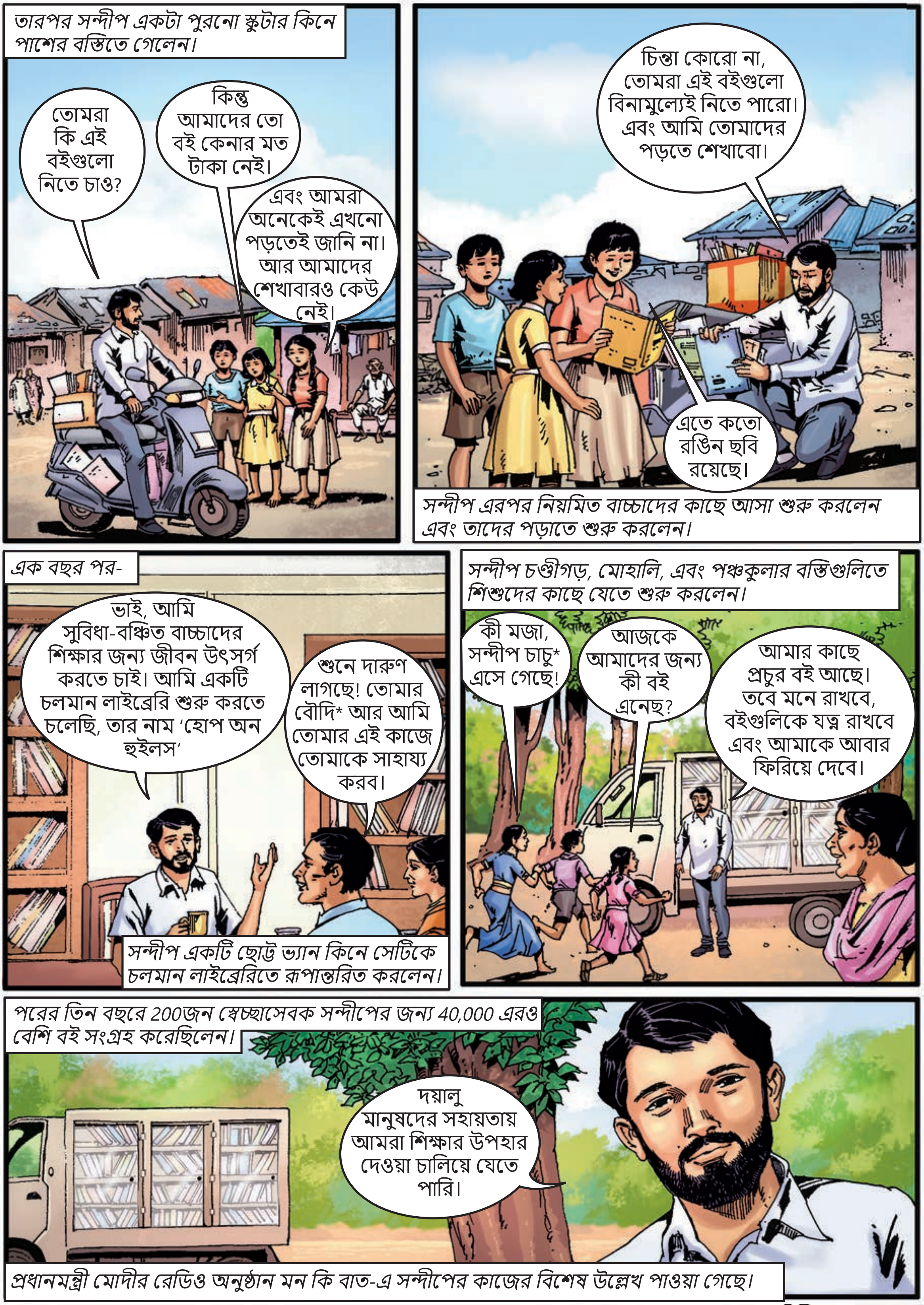

* হিন্দিতে ভাই-এর বৌ

^হিন্দি ভাষায় কাকু

সুরেশ এবং মৈথিলী

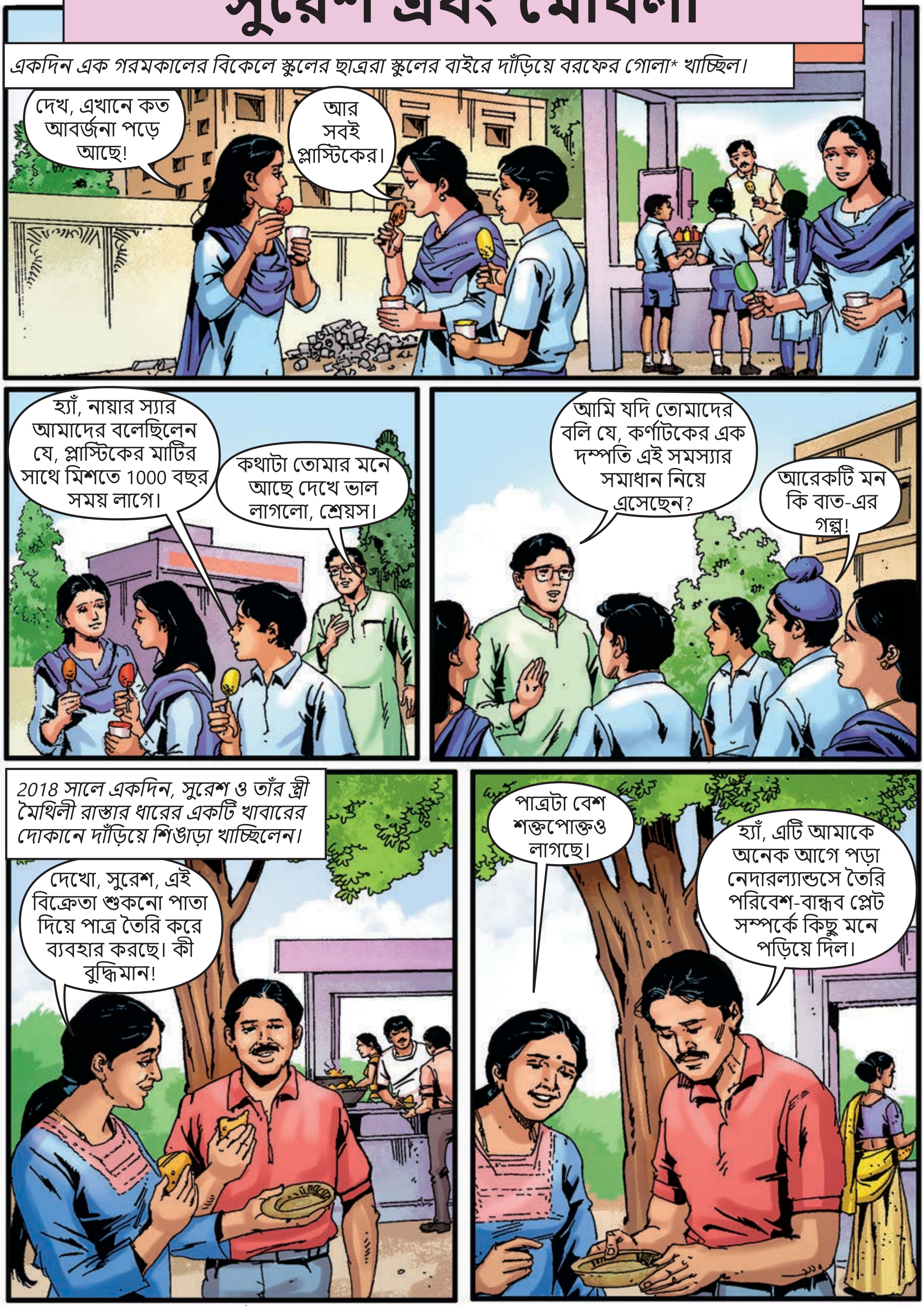

সিরাপ সহ স্বাদযুক্ত বরফ চূর্ণ

*পণ্যের জন্য ব্যবহৃত শব্দ।

^কৃষি উন্নয়নের জন্য একটি সরকারী প্রকল্প।

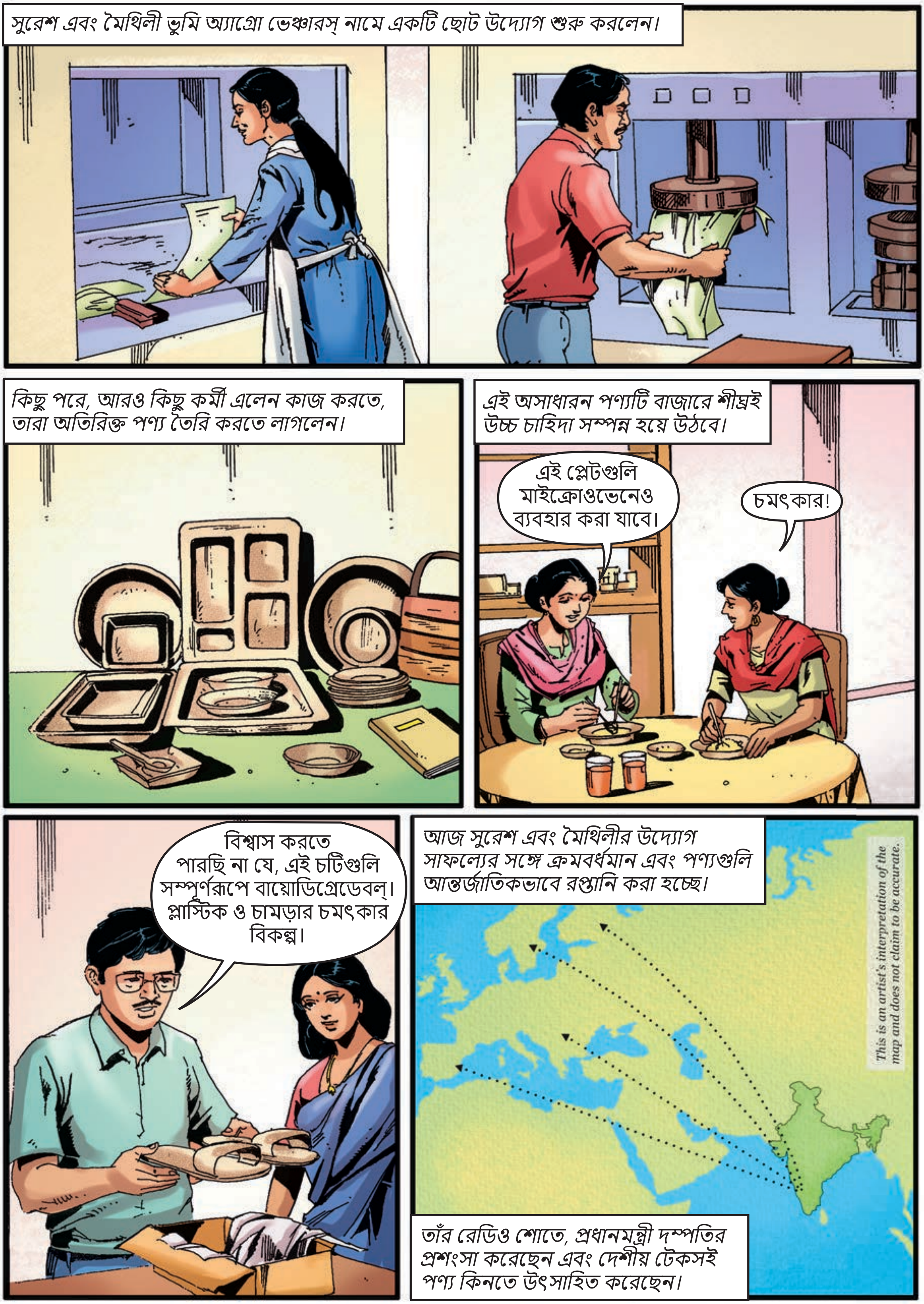
সুরেশ এবং মৈথিলী ভুমি অ্যাগ্রো ভেঞ্চারস্ নামে একটি ছোট উদ্যোগ শুরু করলেন।
কিছু পরে, আরও কিছু কর্মী এলেন কাজ করতে, তারা অতিরিক্ত পণ্য তৈরি করতে লাগলেন।
এই অসাধারন পণ্যটি বাজারে শীঘ্রই উচ্চ চাহিদা সম্পন্ন হয়ে উঠবে।
এই প্লেটগুলি মাইক্রোওভেনেও ব্যবহার করা যাবে।
চমৎকার!
বিশ্বাস করতে পারছি না যে, এই চটিগুলি সম্পূর্ণরূপে বায়োডিগ্রেডেবল্। প্লাস্টিক ও চামড়ার চমৎকার বিকল্প।
আজ সুরেশ এবং মৈথিলীর উদ্যোগ সাফল্যের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান এবং পণ্যগুলি আন্তর্জাতিকভাবে রপ্তানি করা হচ্ছে।
This is an artist's interpretation of the map and does not claim to be accurate.
তাঁর রেডিও শোতে, প্রধানমন্ত্রী দম্পতির প্রশংসা করেছেন এবং দেশীয় টেকসই পণ্য কিনতে উৎসাহিত করেছেন।

দীপমালা পাণ্ডে

*উত্তরপ্রদেশের একটি শহর

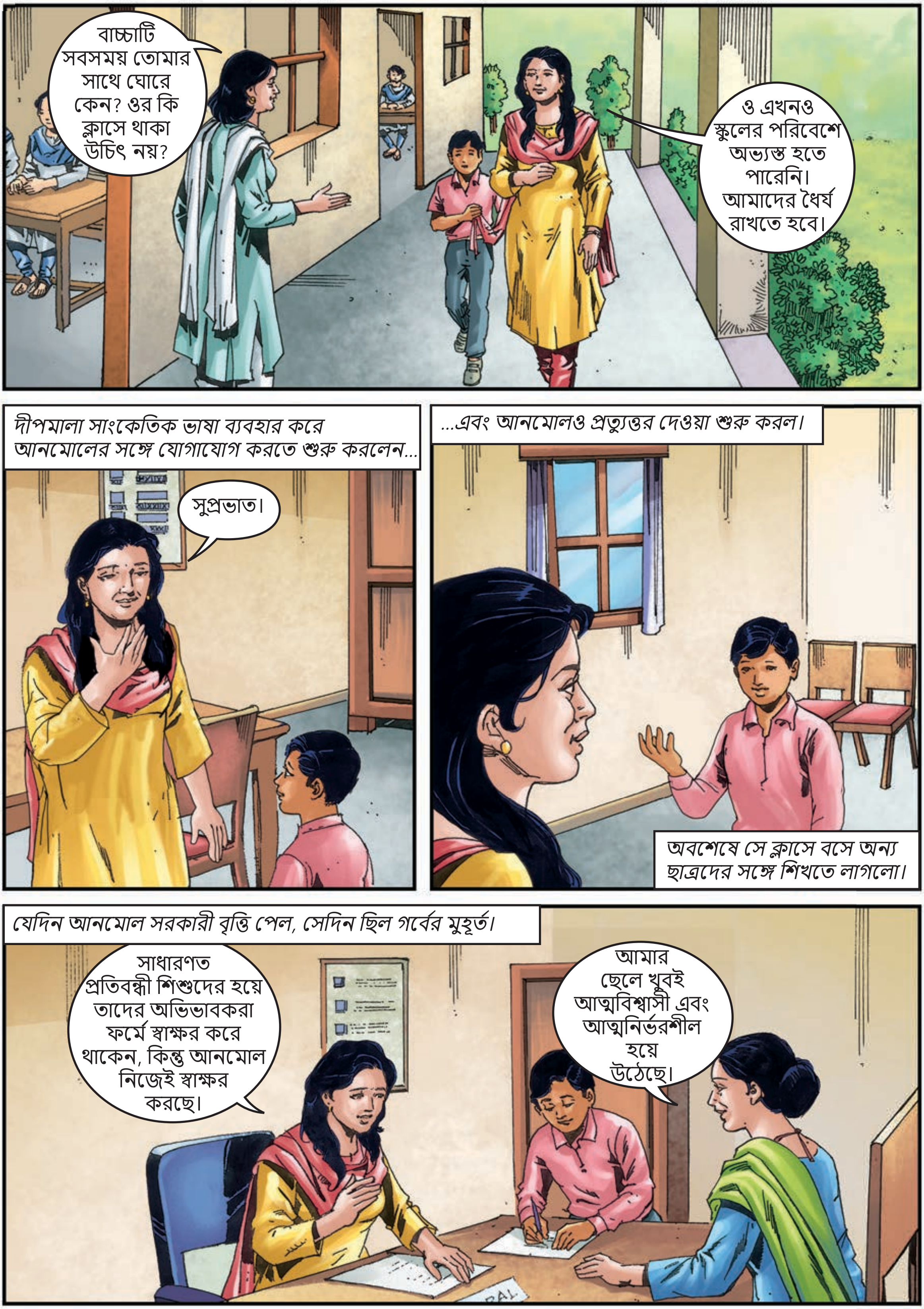
বাচ্চাটি সবসময় তোমার সাথে ঘোরে কেন? ওর কি ক্লাসে থাকা উচিৎ নয়?
ও এখনও স্কুলের পরিবেশে অভ্যস্ত হতে পারেনি। আমাদের ধৈর্য রাখতে হবে।
দীপমালা সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করে আনমোলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে শুরু করলেন...
সুপ্রভাত।
...এবং আনমোলও প্রত্যুত্তর দেওয়া শুরু করল।
অবশেষে সে ক্লাসে বসে অন্য ছাত্রদের সঙ্গে শিখতে লাগলো।
যেদিন আনমোল সরকারী বৃত্তি পেল, সেদিন ছিল গর্বের মুহূর্ত।
সাধারণত প্রতিবন্ধী শিশুদের হয়ে তাদের অভিভাবকরা ফর্মে স্বাক্ষর করে থাকেন, কিন্তু আনমোল নিজেই স্বাক্ষর করছে।
আমার ছেলে খুবই আত্মবিশ্বাসী এবং আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠেছে।

*প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আইন।

শ্রীমান নারায়ণন

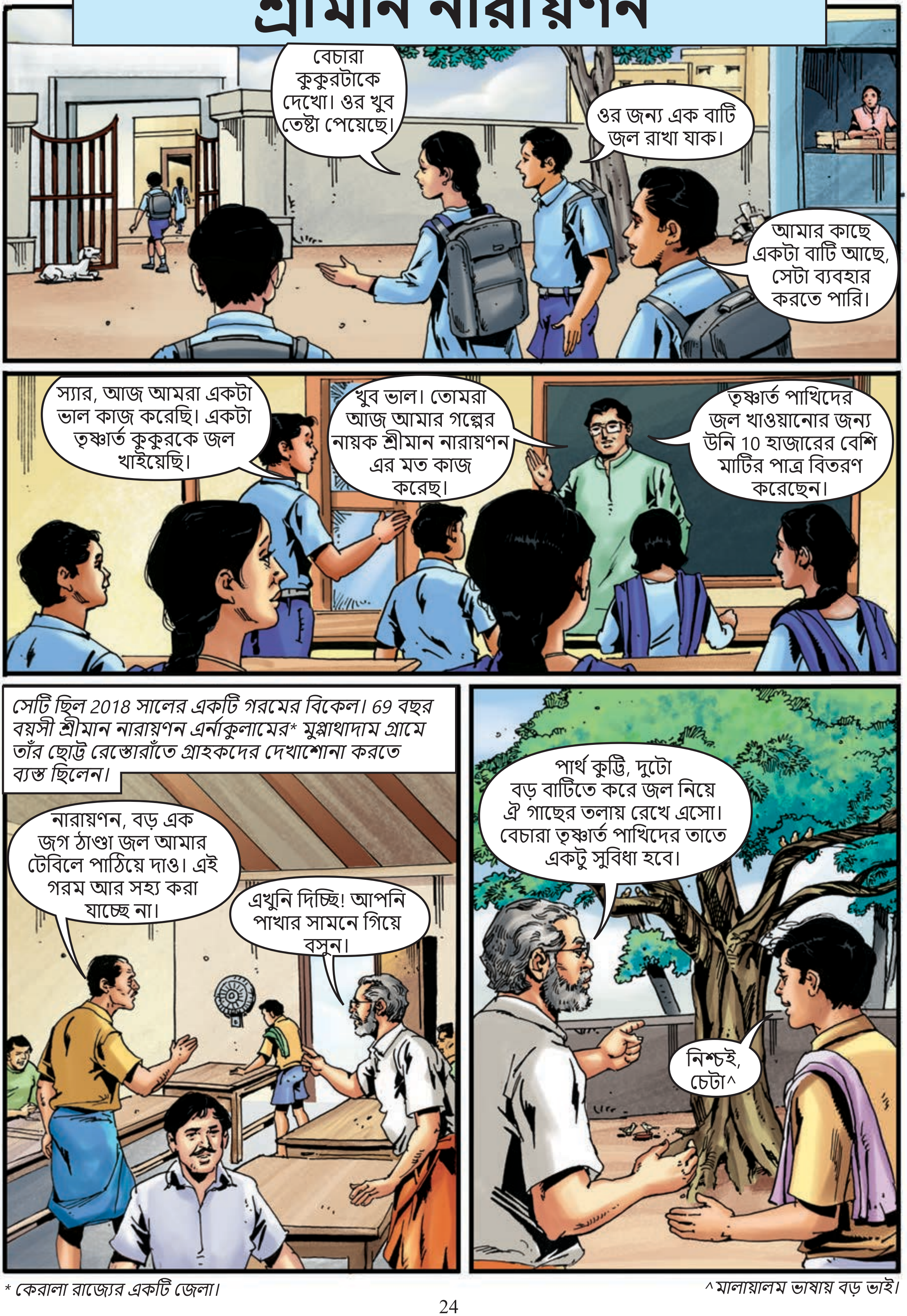

** কেরালা রাজ্যের একটি জেলা।*

^মালায়ালম ভাষায় বড় ভাই।

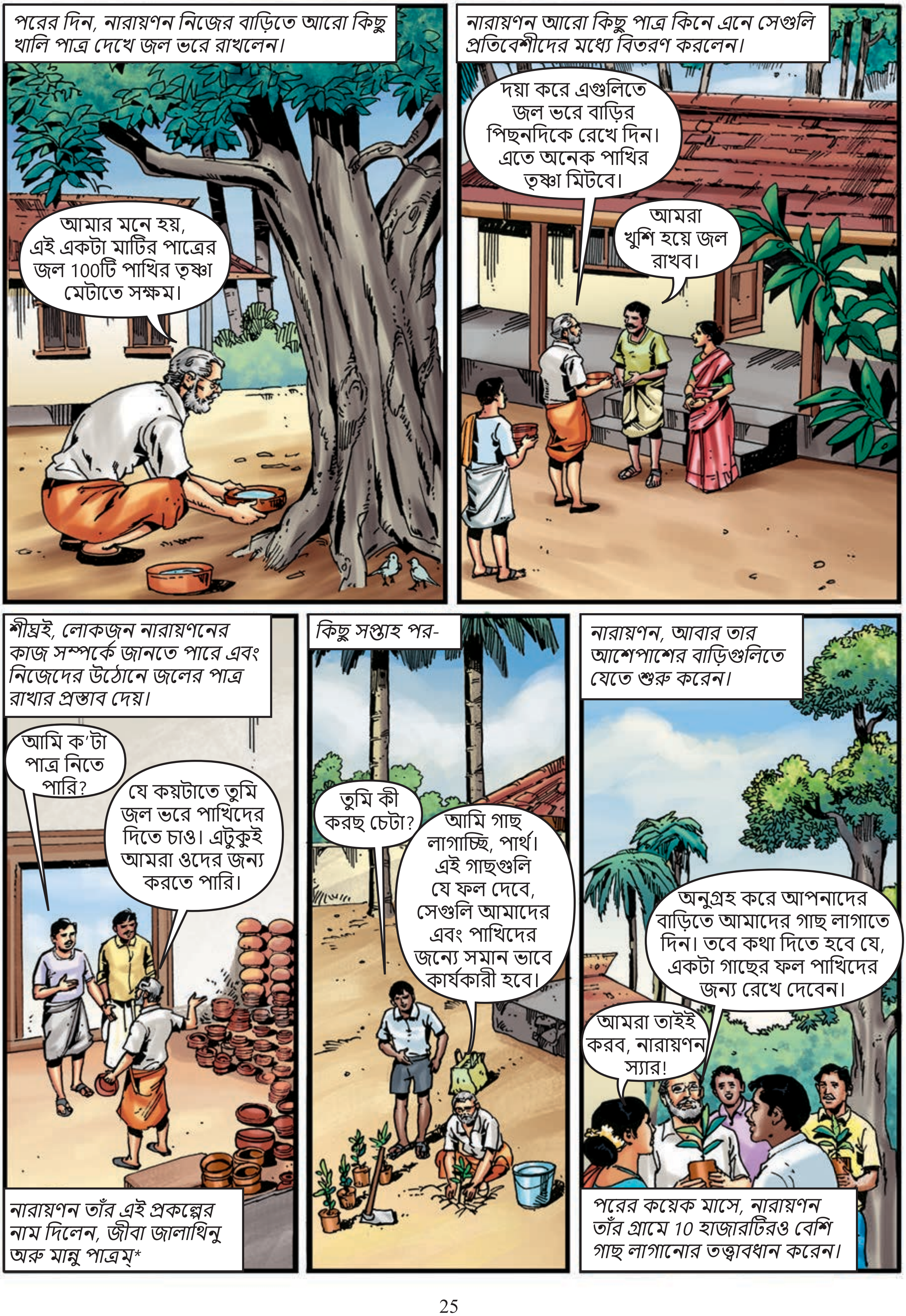
পরের দিন, নারায়ণন নিজের বাড়িতে আরো কিছু খালি পাত্র দেখে জল ভরে রাখলেন।
আমার মনে হয়, এই একটা মাটির পাত্রের জল 100টি পাখির তৃষ্ণা মেটাতে সক্ষম।
নারায়ণন আরো কিছু পাত্র কিনে এনে সেগুলি প্রতিবেশীদের মধ্যে বিতরণ করলেন।
দয়া করে এগুলিতে জল ভরে বাড়ির পিছনদিকে রেখে দিন। এতে অনেক পাখির তৃষ্ণা মিটবে।
আমরা খুশি হয়ে জল রাখব।
শীঘ্রই, লোকজন নারায়ণনের কাজ সম্পর্কে জানতে পারে এবং নিজেদের উঠোনে জলের পাত্র রাখার প্রস্তাব দেয়।
আমি ক'টা পাত্র নিতে পারি?
যে কয়টাতে তুমি জল ভরে পাখিদের দিতে চাও। এটুকুই আমরা ওদের জন্য করতে পারি।
নারায়ণন তাঁর এই প্রকল্পের নাম দিলেন, জীবা জালাথিনু অরু মান্নু পাত্রম্*
কিছু সপ্তাহ পর-
তুমি কী করছ চেটা?
আমি গাছ লাগাচ্ছি, পার্থ। এই গাছগুলি যে ফল দেবে, সেগুলি আমাদের এবং পাখিদের জন্যে সমান ভাবে কার্যকারী হবে।
নারায়ণন, আবার তার আশেপাশের বাড়িগুলিতে যেতে শুরু করেন।
অনুগ্রহ করে আপনাদের বাড়িতে আমাদের গাছ লাগাতে দিন। তবে কথা দিতে হবে যে, একটা গাছের ফল পাখিদের জন্য রেখে দেবেন।
আমরা তাইই করব, নারায়ণন স্যার!
পরের কয়েক মাসে, নারায়ণন তাঁর গ্রামে 10 হাজারটিরও বেশি গাছ লাগানোর তত্ত্বাবধান করেন।

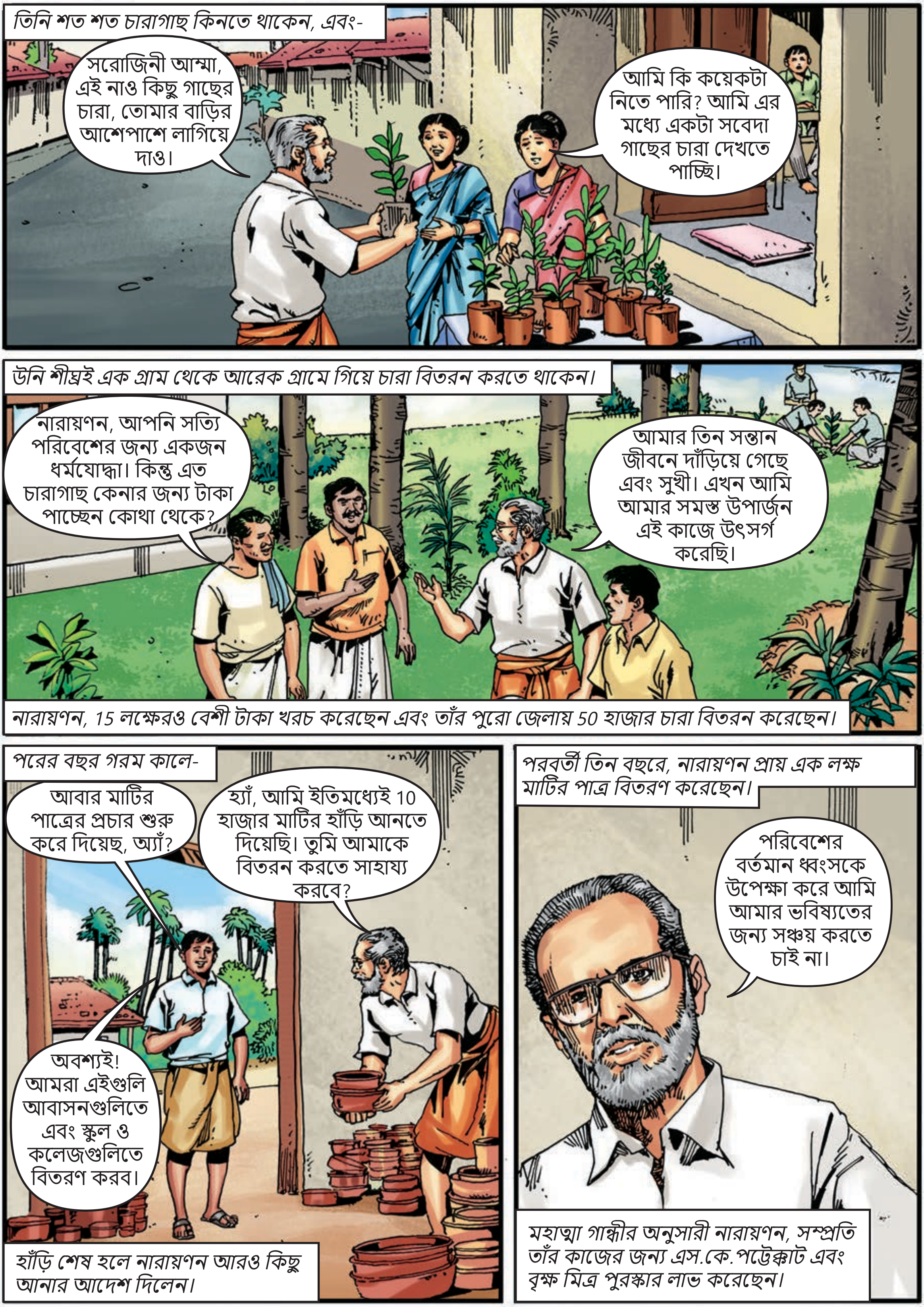
তিনি শত শত চারাগাছ কিনতে থাকেন, এবং-
সরোজিনী আম্মা, এই নাও কিছু গাছের চারা, তোমার বাড়ির আশেপাশে লাগিয়ে দাও।
আমি কি কয়েকটা নিতে পারি? আমি এর মধ্যে একটা সবেদা গাছের চারা দেখতে পাচ্ছি।
উনি শীঘ্রই এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে গিয়ে চারা বিতরন করতে থাকেন।
নারায়ণন, আপনি সত্যি পরিবেশের জন্য একজন ধর্মযোদ্ধা। কিন্তু এত চারাগাছ কেনার জন্য টাকা পাচ্ছেন কোথা থেকে?
আমার তিন সন্তান জীবনে দাঁড়িয়ে গেছে এবং সুখী। এখন আমি আমার সমস্ত উপার্জন এই কাজে উৎসর্গ করেছি।
নারায়ণন, 15 লক্ষেরও বেশী টাকা খরচ করেছেন এবং তাঁর পুরো জেলায় 50 হাজার চারা বিতরন করেছেন।
পরের বছর গরম কালে-
আবার মাটির পাত্রের প্রচার শুরু করে দিয়েছ, অ্যাঁ?
হ্যাঁ, আমি ইতিমধ্যেই 10 হাজার মাটির হাঁড়ি আনতে দিয়েছি। তুমি আমাকে বিতরন করতে সাহায্য করবে?
অবশ্যই! আমরা এইগুলি আবাসনগুলিতে এবং স্কুল ও কলেজগুলিতে বিতরণ করব।
হাঁড়ি শেষ হলে নারায়ণন আরও কিছু আনার আদেশ দিলেন।
পরবর্তী তিন বছরে, নারায়ণন প্রায় এক লক্ষ মাটির পাত্র বিতরণ করেছেন।
পরিবেশের বর্তমান ধ্বংসকে উপেক্ষা করে আমি আমার ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করতে চাই না।
মহাত্মা গান্ধীর অনুসারী নারায়ণন, সম্প্রতি তাঁর কাজের জন্য এস.কে.পট্টেক্কাট এবং বৃক্ষ মিত্র পুরস্কার লাভ করেছেন।

ডঃ কুরেল্লা বিট্ঠলাচার্য

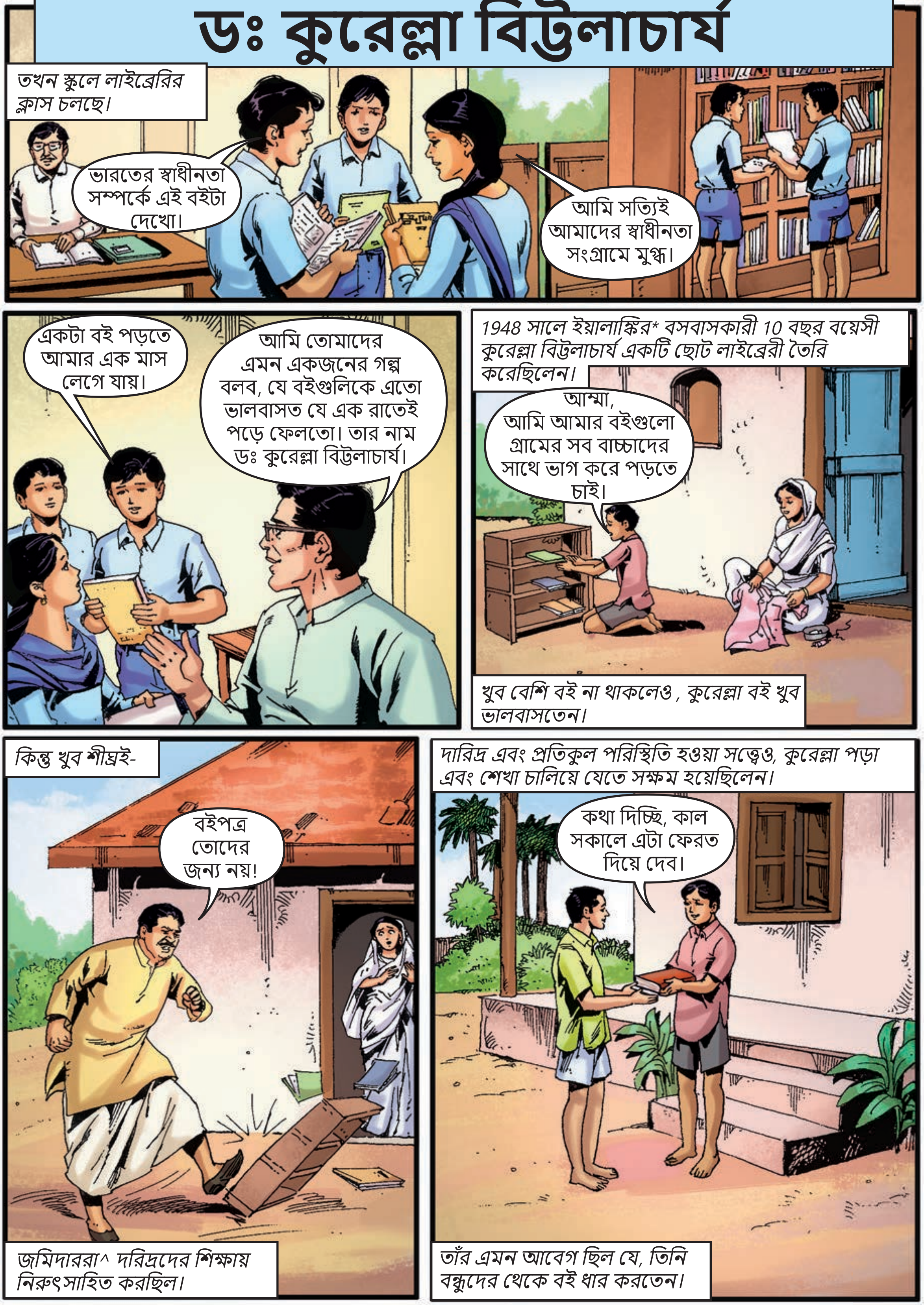

*তেলেঙ্গানাতে

^জমি জায়গার মালিক

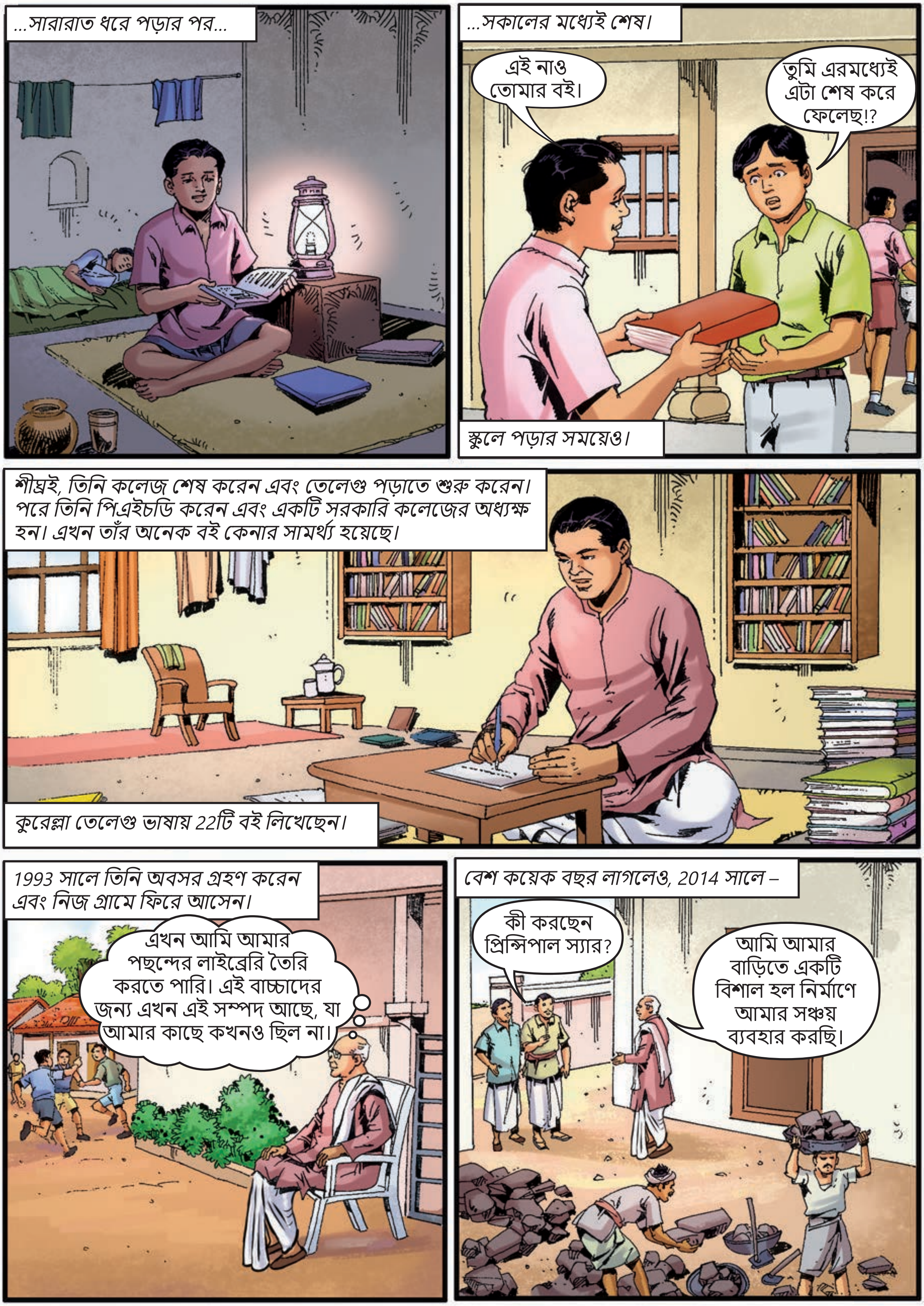
...সারারাত ধরে পড়ার পর...
...সকালের মধ্যেই শেষ।
এই নাও তোমার বই।
তুমি এরমধ্যেই এটা শেষ করে ফেলেছ!?
স্কুলে পড়ার সময়েও।
শীঘ্রই, তিনি কলেজ শেষ করেন এবং তেলেগু পড়াতে শুরু করেন। পরে তিনি পিএইচডি করেন এবং একটি সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ হন। এখন তাঁর অনেক বই কেনার সামর্থ্য হয়েছে।
কুরেল্লা তেলেগু ভাষায় 22টি বই লিখেছেন।
1993 সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন এবং নিজ গ্রামে ফিরে আসেন।
এখন আমি আমার পছন্দের লাইব্রেরি তৈরি করতে পারি। এই বাচ্চাদের জন্য এখন এই সম্পদ আছে, যা আমার কাছে কখনও ছিল না।
বেশ কয়েক বছর লাগলেও, 2014 সালে –
কী করছেন প্রিন্সিপাল স্যার?
আমি আমার বাড়িতে একটি বিশাল হল নির্মাণে আমার সঞ্চয় ব্যবহার করছি।

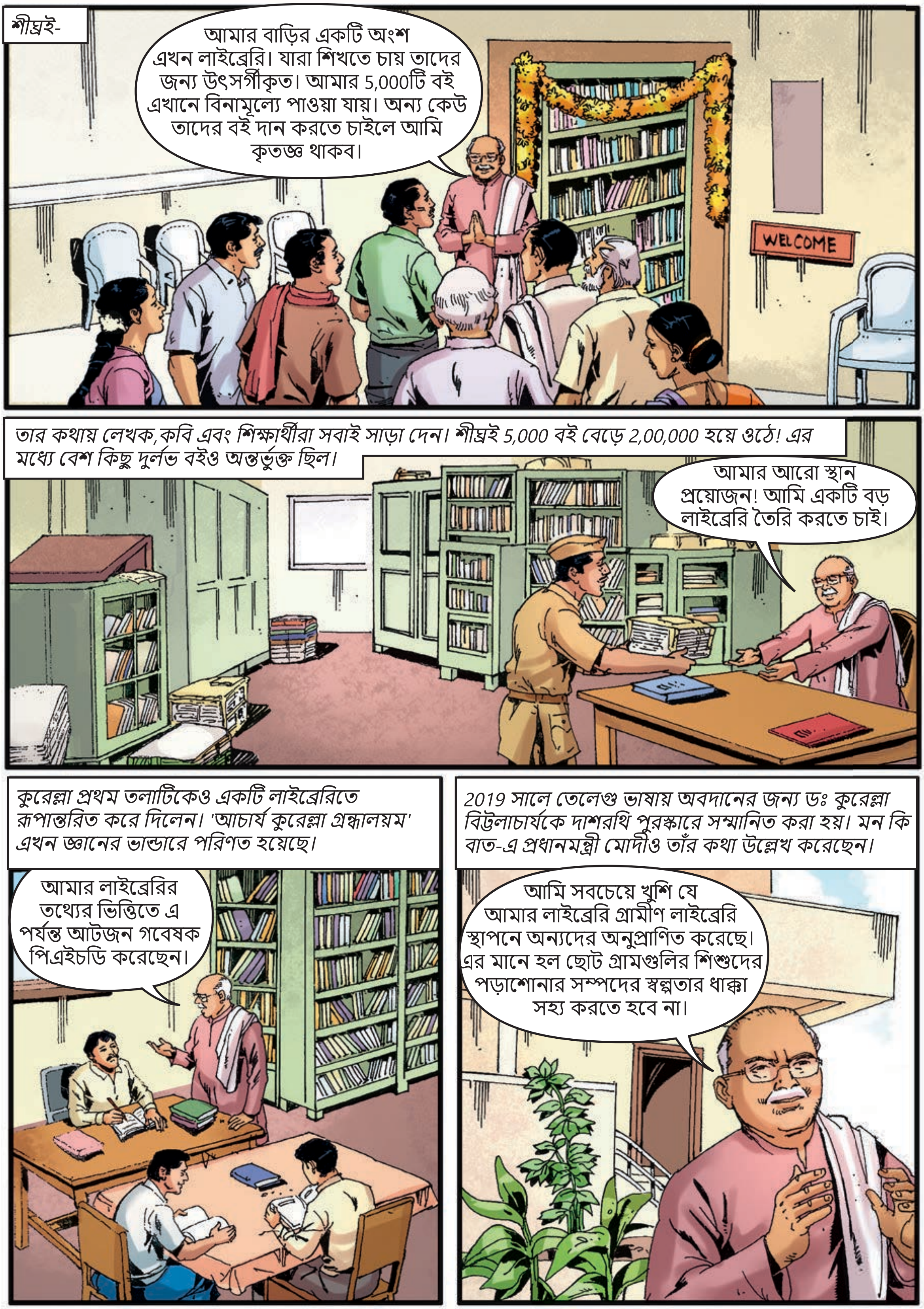
শীঘ্রই-
আমার বাড়ির একটি অংশ এখন লাইব্রেরি। যারা শিখতে চায় তাদের জন্য উৎসর্গীকৃত। আমার 5,000টি বই এখানে বিনামূল্যে পাওয়া যায়। অন্য কেউ তাদের বই দান করতে চাইলে আমি কৃতজ্ঞ থাকব।
WELCOME
তার কথায় লেখক,কবি এবং শিক্ষার্থীরা সবাই সাড়া দেন। শীঘ্রই 5,000 বই বেড়ে 2,00,000 হয়ে ওঠে! এর মধ্যে বেশ কিছু দুর্লভ বইও অন্তর্ভুক্ত ছিল।
আমার আরো স্থান প্রয়োজন! আমি একটি বড় লাইব্রেরি তৈরি করতে চাই।
কুরেল্লা প্রথম তলাটিকেও একটি লাইব্রেরিতে রূপান্তরিত করে দিলেন। 'আচার্য কুরেল্লা গ্রন্ধালয়ম' এখন জ্ঞানের ভান্ডারে পরিণত হয়েছে।
আমার লাইব্রেরির তথ্যের ভিত্তিতে এ পর্যন্ত আটজন গবেষক পিএইচডি করেছেন।
2019 সালে তেলেগু ভাষায় অবদানের জন্য ডঃ কুরেল্লা বিট্টলাচার্যকে দাশরথি পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়। মন কি বাত-এ প্রধানমন্ত্রী মোদীও তাঁর কথা উল্লেখ করেছেন।
আমি সবচেয়ে খুশি যে আমার লাইব্রেরি গ্রামীণ লাইব্রেরি স্থাপনে অন্যদের অনুপ্রাণিত করেছে। এর মানে হল ছোট গ্রামগুলির শিশুদের পড়াশোনার সম্পদের স্বল্পতার ধাক্কা সহ্য করতে হবে না।

রাহুল মহারাণা

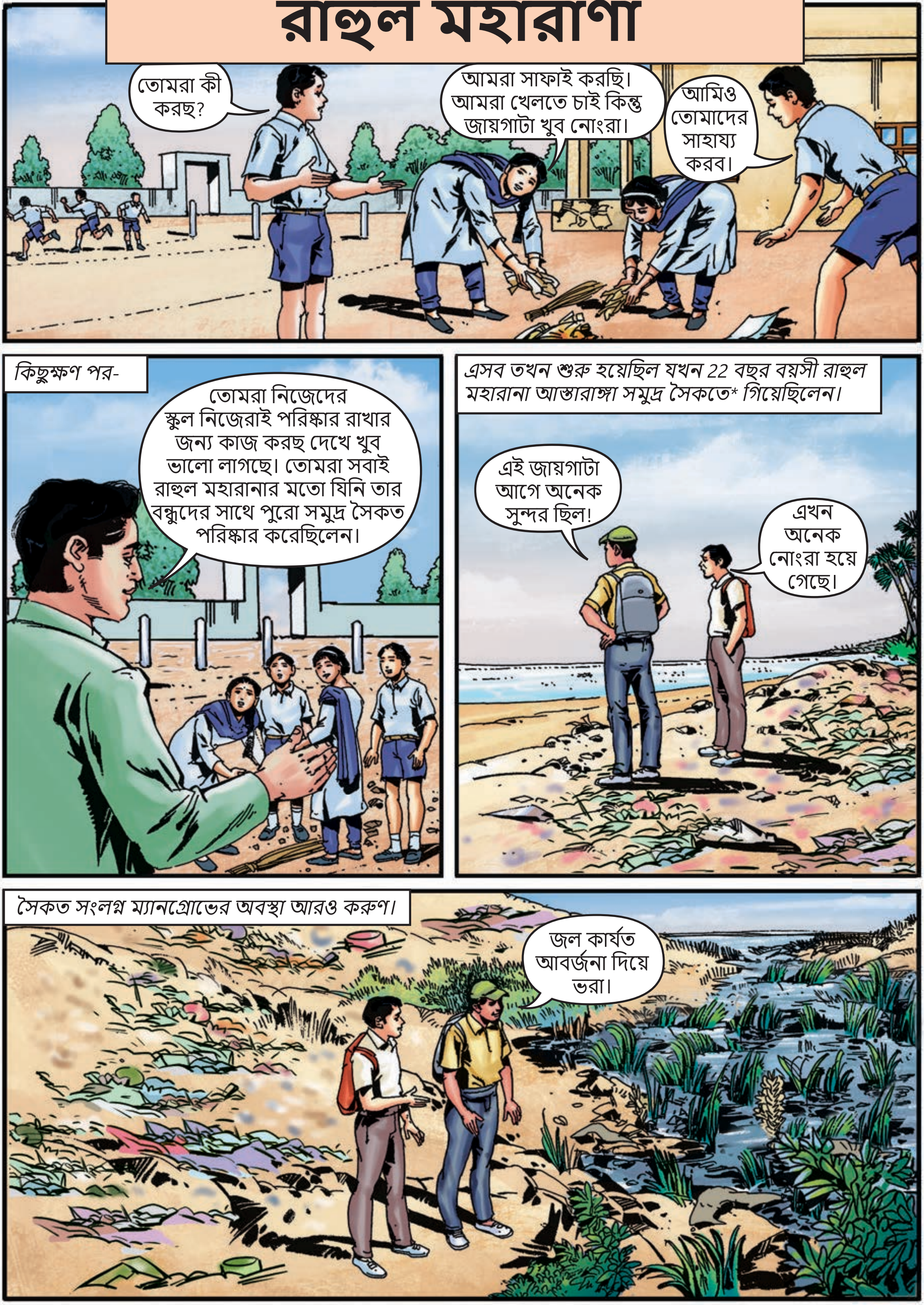

*উড়িষ্যাতে

এই বোতল মাটির একাধিক স্তরে ঢাকা! আবর্জনা অবশ্যই দীর্ঘদিন ধরে জমে আছে।
তীরে বসবাসকারী লোকজনেরা এগুলি নদীতে ফেলে।
ম্যানগ্রোভ বাস্তুতন্ত্রের জন্য অত্যাবশ্যক এবং সমুদ্র থেকে জমি রক্ষা করে! তাদের যত্ন নেওয়া উচিত।
একটি বস্তা এবং দৃঢ় মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে...
...রাহুল তার রবিবার আস্তারাঙ্গায় কাটাতে শুরু করলেন।

তার প্রচেষ্টা জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। 8ই জানুয়ারী, 2022-এ, তিনি তার প্রথম পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করেছিলেন, যাতে অনেক স্বেচ্ছাসেবক অংশগ্রহণ করেছিলেন।
আপনাদের এই প্রচেষ্টার জন্য, সবাইকে ধন্যবাদ! আমরা একটি খুব ভাল কাজ করেছি।
হুররররে!
রাহুল, যিনি এখন নিরাপত্তা প্রহরী হিসাবে কাজ করেন, এখনও তার লক্ষ্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
এই পরিষ্কারের প্রকল্পগুলি করার জন্য সময় এবং অর্থ জোগাড় করা কি কঠিন নয়?
আমি আমার রোজগারের বেশির ভাগ টাকাই এরজন্য ব্যয় করি। এমন একটি পরিবর্তন করতে ভাল লাগে। আমার বাবা-মাও আমার এই কাজকে সমর্থন করেন।
রাহুল এখনও জলাভূমি পুনরুদ্ধারের একজন পুরোধা।
আমি খুশি যে আমরা এই ম্যানগ্রোভ রোপণ করছি।
যখন তারা সম্পূর্ণভাবে বেড়ে উঠবে, তখন তারা জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হবে এবং উপকূলরেখা রক্ষা করবে।
এখনও পর্যন্ত, রাহুল 2,250 কেজি আবর্জনা পরিষ্কার করেছেন।
মানুষ যদি ময়লা ফেলতে থাকে তবে এই সংখ্যা বাড়তেই থাকবে.. পরিবেশ বাঁচাতে সবাই যদি নিজ নিজ ভূমিকা পালন করে, তাহলে অবশ্যই প্রকৃতি দূষণ মুক্ত হয়ে সেজে উঠবে।

মন কি বাত

চতুর্থ খণ্ড

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর রেডিও শো, মন কি বাত, আমাদের মধ্যে বসবাসকারী প্রতিদিনের নায়কদের কথা বলে। বিশাল হৃদয় এবং অটল সংকল্পধারী কিছু মানুষ, যারা সাধারনের মধ্যে থেকেও পার্থক্য তৈরি করেছে।

দীপমালা পাণ্ডেকে জানুন। একজন স্কুলের অধ্যক্ষ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষণ পদ্ধতির উদ্যোক্তা। তাঁর 'এক শিক্ষক, এক ডাক' প্রকল্পটি ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে অন্য যে কোন শিশুর মতো সম মাণ সম্পন্ন শিক্ষা পেতে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদেরও সহায়তা করছে।

আপনি কি জানেন যে সূর্যালোক ধন্য দেশ ভারতবর্ষের বেশিরভাগ মানুষ ভিটামিন-ডি এর অভাবে ভুগছেন? চিন্তালা ভেঙ্কটা রেড্ডি নামে একজন কৃষকের উপর এটি বিশাল প্রভাব ফেলেছিল। যার ফলে তিনি ভিটামিন-ডি সমৃদ্ধ ফসল ফলানোর একটি উদ্ভাবনী উপায় আবিষ্কার করেছিলেন।

নথিপত্রের জন্য আবেদন হোক অথবা পড়াশোনার জন্য গবেষণা করা, সব কিছুই একটা ক্লিক দূরে, যদিও সেই সুবিধা সবার সবার আয়ত্তে ত্তে ছিল না। ওম প্রকাশ সিং সম্পর্কে জানুন, যিনি তাঁর গ্রামকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের বিস্ময়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।

মন কি বাত-এর চতুর্থ খণ্ড আপনার জন্য এগারোটি নতুন গল্প নিয়ে এসেছে, যা আপনার আগ্রহকে জাগরুক করবে এবং অনুপ্রাণিত করবে।

₹99

www.amarchitrakatha.com
ISBN 978-81-19596-09-6
9 788119 596096